

প্রস্তাবিত আইনের বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য সন্মানিত নাগরিকগণকে অনুরোধসহ খসড়াটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হল।

প্রস্তাবিত ভূমি উন্নয়ন কর আইন, ২০১৫(খসড়া)

(২০১৫ সনের ---- নং আইন)

ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য ও আদায়ের জন্য প্রণীত আইন

যেহেতু ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য ও আদায়ের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান আইন কানুন ও বিধি-বিধান পরিমার্জন ও সমন্বয় করিয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তন ও নতুন বিধান সংযোজন করিয়া একটি আইন করা সমীচীন; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

ধারা ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও আওতা :

- (১) এই আইন ভূমি উন্নয়ন কর আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) এই আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে।
- (৩) এই আইন ১৪ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তথা ১লা বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

ধারা ২। সংজ্ঞা : বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(ক) “ভূমি মালিক” অর্থ ব্যক্তি অথবা সংস্থা যাহার অধিকারে হালনাগাদ স্বত্বলিপিতে সরকার ঘোষিত সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে বৈধ পরিমাণ ভূমির মালিকানা রেকর্ড আছে, বা এইরূপ মালিকের নিকট হইতে যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে, ক্রয়সূত্রে বা অন্যকোন বৈধসূত্রে বা এখতিয়ারসম্পন্ন বিজ্ঞ আদালতের বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশসূত্রে ভূমির মালিকানা অর্জন করিয়াছেন।

(খ) “সংস্থা” অর্থ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন, উহা সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক এবং যেকোন কোম্পানী, ফার্ম, সোসাইটি, এসোসিয়েশন, অর্গানাইজেশন, বা অথরিটি যে নামেই অভিহিত হউক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(গ) “জেলা প্রশাসক” বলিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(ঘ) “উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা” বলিতে থানা বা উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা বা সার্কেল ভূমি কর্মকর্তা বা সহকারী কমিশনার(ভূমি), যে নামেই অভিহিত হউক বুঝাইবে।

(ঙ) “ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা” বলিতে ইউনিয়ন বা পৌরভূমি অফিস বা তহশিলের দায়িত্বে থাকা সহকারী ভূমি কর্মকর্তা বা উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা বা তহশিলদার যে নামেই অভিহিত হউক বুঝাইবে।

(চ) “ভূমি” বলিতে ভূত্বক, ভূপৃষ্ঠ বা পৃথিবির উপরিভাগ, সাধারণভাবে যাহা মাটি, শিলা বা বালু দ্বারা গঠিত, যাহা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে জল বা অন্য কোন তরল পদার্থ দ্বারা নিমজ্জিত বা অন্য যে কোন পদার্থ দ্বারা পূর্ণ বা আচ্ছাদিত হোক বা না হউক, ইহার সাথে সংলগ্ন ও স্থায়ীভাবে সংযুক্ত আনুভূমিক কিংবা উর্ধ্বে উত্থিত বা নিম্নে প্রোথিত প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট বস্তু বা অবকাঠামো এবং ইহা হইতে উদ্ভূত সুবিধা ভূমির অন্তর্ভুক্ত। ইহা জমি নামেও অভিহিত হইতে পারে।

(ছ) “কৃষি জমি” বলিতে সেই ধরনের জমিকে বুঝায় যাহা চাষ করা হয় বা চাষ না করিয়া ফেলিয়া রাখা হয়, বাগান বা প্রাণিপালন কাজে ব্যবহৃত হয়, উক্ত জমি প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট বদ্ধ জলাশয় হইলে তাহাতে মৎস্য চাষ করা হয় বা তাহা না করিয়া ফেলিয়া রাখা হয়। পল্লী এলাকায় অবস্থিত কৃষকের কাঁচাভিটির বসতবাড়ি ও তৎসংলগ্ন কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্পকাজে ব্যবহৃত জমি কৃষিজমি হিসাবে গণ্য হইবে। কিন্তু শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সরবরাহ বা ব্যবহার করিবার নিমিত্তে শিল্পকারখানা বা কোন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা সংস্থার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে ফসল আবাদ, বাগান, মৎস্যচাষ ও প্রাণিপালন করা হইলে উক্ত জমি কৃষিজমি হিসাবে গণ্য হইবে না।

(সর্বসাধারণের মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে খসড়া প্রকাশ করা হল)

(জ) “অকৃষি জমি” বলিতে সাধারণভাবে কৃষি, ফলবাগান, মৎস্যচাষ ও প্রাণিপালন ব্যতীত অন্যকাজে ব্যবহৃত জমি এবং আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পকাজে ব্যবহৃত জমি বুঝাইবে।

(ঝ) “আবাসিক জমি” বলিতে আবাসিক কাজে ব্যবহৃত জমি, আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হোক বা না হউক এতদুদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত বা নির্ধারিত জমি, পৌরএলাকার যে কোন ধরনের বসতগৃহ, পল্লী এলাকায় পাকাভিটের বসতগৃহ, যেকোন আবাসিক দালান ও তৎসংলগ্ন ফাঁকা আঙ্গিনা, বসতবাটি সংলগ্ন ফুল বা ফলের বাগান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সরকারি দপ্তর/পরিদপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, স্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, সুইমিং পুল, বিভিন্ন ক্রীড়া চত্বর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঞ) “শিল্প/বাণিজ্যিক জমি” বলিতে শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমি, শিল্প/বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হোক বা না হউক এতদুদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত বা নির্ধারিত জমি, হাটবাজার, বিপণিবিতান, সুপারমার্কেট, শপিং মল, দোকান, বাণিজ্যিক্যালয়, সওদাগরী অফিস, বিজনেস সেন্টার, বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত ভবন ও স্থাপনা এবং শিল্প কারখানা, খনি, রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, শিল্পের কাজে ব্যবহৃত সংরক্ষণাগার, শিল্পকারখানার একই চত্বরস্থিত মাঠ, আবাসিক ও দাপ্তরিক ভবনাদি বুঝাইবে। শর্ত থাকে যে, শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সরবরাহ বা ব্যবহার করিবার নিমিত্তে শিল্পকারখানা বা কোন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা সংস্থার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে ফসল আবাদ, বাগান, মৎস্যচাষ ও প্রাণিপালন করা হইলে উক্ত জমি শিল্প/বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমি বলিয়া গণ্য হইবে।

(ট) “অন্য কাজে ব্যবহৃত জমি” অর্থ এই ধারার (ছ), (ঝ) ও (ঞ) দফায় সংজ্ঞায়িত হয় নাই এমন কাজে ব্যবহৃত জমি।

(ঠ) “ভূমির পরিমাণ” বলিতে সমতল ভূমির পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল এবং অসমতল ও ঢালু ভূমির ক্ষেত্রে ইহার ভিত্তিমুলে কল্পিত সমতলের ক্ষেত্রফল বুঝাইবে।

(ড) “ভূমি পরিমাপের একক” হিসাবে একহাজার বর্গলিংক বা ৪৩৫.৬ বর্গফুটে এক শতক বা শতাংশ, একশত শতাংশ বা শতকে এক একর এবং ৩৩ শতক বা শতাংশে এক বিঘা নির্ধারিত ও বিবৃত হইবে।

(ঢ) “ভূমি উন্নয়ন কর” অর্থ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকা ভূমি ব্যক্তি বা সংস্থার মালিকানাধীনে রাখিবার বা ভূমিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম চালানোর অধিকার অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রকে প্রদেয় ও রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত বাৎসরিক কর।

(ণ) “ভূমি উন্নয়ন করের হার” অর্থ প্রতি এক শতক জমির এক বৎসর সময়কালের জন্য এই আইন বা তদাধীন প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত ভূমি উন্নয়ন কর।

(ত) “বৎসর” বলিতে বৈশাখ মাসের ১ম তারিখ হইতে চৈত্র মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত বাংলা বর্ষ বুঝাইবে।

(থ) “পল্লী এলাকা” বলিতে পৌরসভা বা সিটি-কর্পোরেশন হিসাবে ঘোষিত হয় নাই এমন এলাকা বুঝাইবে।

(দ) “পৌর এলাকা” বলিতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন হিসাবে ঘোষিত এলাকা বুঝাইবে।

(ধ) “পরিবার” বলিতে কোন ব্যক্তির পরিবার অর্থাৎ তাহার স্ত্রী বা স্বামী, পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, পুত্রবধু, পুত্রের পুত্র ও পুত্রের অবিবাহিতা কন্যা ইহার অন্তর্ভুক্ত। তবে শর্ত থাকে যে যদি কোন পূর্ণবয়স্ক সক্ষম বিবাহিত পুত্র পিতামাতার নিকট হইতে স্বাধীনভাবে পৃথকভাবে বসবাস করিতে থাকে তবে উক্ত পুত্র বা তাহার স্ত্রী, পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যা পৃথক পরিবার হিসাবে গণ্য হইবে। আরও শর্ত থাকে যে, ওয়াক্ফ, ওয়াক্ফ-আল-আওলাদ, দেবোত্তর বা কোন ট্রাস্টের আওতাভুক্ত জমির ক্ষেত্রে, এই সকল জমির সুবিধাভোগীদের যাহাদের উক্ত জমি ব্যক্তিগত জমির মত হস্তান্তরের অধিকার নাই, এইসকল সুবিধাভোগীকে সম্মিলিতভাবে একটি পরিবার হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

(ন) “সরকার” বলিতে ভূমি মন্ত্রণালয় বুঝাইবে।

(সর্বসাধারণের মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে খসড়া প্রকাশ করা হল)

(প) “নির্ধারিত” অর্থ এই আইন দ্বারা বা এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধিদ্বারা বা সরকারকর্তৃক জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে।

ধারা ৩। কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর :

(১) সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা চলমান বছর বা পরবর্তী বছরের ১লা বৈশাখ হইতে কার্যকরের আদেশসহ কৃষিজমির ভূমি উন্নয়ন করের হার নির্ধারণ, হ্রাস, বৃদ্ধি বা পুনর্বিন্যাস করিতে পারিবেন। উক্তরূপ হার পরিবার বা সংস্থার মালিকানাধীন মোট জমির উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে শর্ত থাকে যে সরকার বিশেষ বিশেষ কোন অর্থকরী ফসলের চাষ বা বিশেষ অর্থনৈতিক কার্যক্রম যথা- লবন চাষ, চা, কফি, রাবার, ফুল বা ফলের বাগান, চিনিকলের অধীন ইক্ষু চাষের জমি, মৎস্য চাষ, চিংড়ি চাষ, হাঁস মুরগী ও গবাদি পশুর খামারের অধীন জমি প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার (১) উপধারায় উল্লেখিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা বা এতদুদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার যেকোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণিকে প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত পরিমাণ কৃষিজমির ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ বিশেষ কোন অর্থকরী ফসলের চাষ বা বিশেষ অর্থনৈতিক কার্যক্রমের আওতাধীন জমি উক্ত মওকুফ সুবিধার বাহিরে রাখা যাইবে।

ধারা ৪। অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর :

সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা চলমান বছর বা পরবর্তী বছরের ১লা বৈশাখ হইতে কার্যকরের আদেশসহ অকৃষিজমির ভূমি উন্নয়ন করের হার নির্ধারণ, হ্রাস, বৃদ্ধি বা পুনর্বিন্যাস করিতে পারিবেন। উক্তরূপ হার নির্ধারণে সরকার অর্থনৈতিক অগ্রসরতা ও অনগ্রসরতার মানদণ্ডে এরূপ জমির অবস্থানগত শ্রেণিকরণ করতঃ উহার শিল্প, বাণিজ্য, আবাসিক বা অন্য কাজে ব্যবহারের প্রকৃতি বিবেচনা করিতে পারিবেন।”

ধারা ৫। অবিভক্ত দাগ :

উত্তরাধিকার বা অন্য যেকোন সূত্রে হস্তান্তরের ফলে একটি দাগ বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইলে এবং এইরূপে একাধিক ব্যক্তি বা সংস্থা পৃথকীকরণ ছাড়াই উহা দখল করিতে থাকিলে এই আইনের অধীন ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উক্ত জমি একটি দাগ হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা ৬। হাল ভূমি উন্নয়ন কর আদায় :

১লা বৈশাখে শুরু হইয়া ৩০শে চৈত্র মোতাবেক ১৩ই এপ্রিল শেষ হওয়া বঙ্গাব্দের ভূমি উন্নয়ন কর এই সময়কালের মধ্যে, এমনকি তাহা পরবর্তী ৩০ শে জুন তারিখের মধ্যে বিনা সুদে আদায় করা যাইবে। শর্ত থাকে যে পূর্ববর্তী বছরের ভূমি উন্নয়ন কর অনাদায়ী থাকিলে তাহা আদায় না করিয়া হাল বা অগ্রিম আদায় করা যাইবে না।

ধারা ৭। বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায় :

কোন অতিক্রান্ত বঙ্গাব্দের ভূমি উন্নয়ন কর পরবর্তী ৩০ শে জুন তারিখের মধ্যে পরিশোধ না করা হইলে তাহা বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর হিসাবে বিবেচিত হইবে। উক্ত বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর শতকরা ৬.২৪ হারে সুদসহ আদায় করিতে হইবে। একাধিক বৎসরের বকেয়ার ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রযোজ্য হইবে। প্রতি তিন মাস বা ইহার অংশবিশেষের জন্য বাৎসরিক প্রাক্কলিত সুদের একচতুর্থাংশ সুদ প্রাক্কলিত হইবে।

ধারা ৮। ভূমি মালিকের মৌজাভিত্তিক জমাবন্দী :

কোন ভূমি মালিকের একই মৌজায় একাধিক খতিয়ানে জমি থাকিলে তাহা একটি জমাবন্দীতে একত্রিত করিয়া ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় করিতে হইবে।

ধারা ৯। সর্বনিম্ন জমির পরিমাণ :

ভূমির ক্ষুদ্র খন্ডিকরণ রোধের লক্ষ্যে একটি দাগে ভূমি মালিকের সর্বনিম্ন জমির পরিমাণ এক শতাংশ উৎসাহিত করা হইবে। এ লক্ষ্যে কোন ভূমি মালিকের কোন দাগে জমি শতাংশের ভগ্নাংশ থাকিলে তাহা পরবর্তী পূর্ণ শতাংশে গণ্য করিয়া ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হইবে।

ধারা ১০। টাকার অংক :

জমাবন্দী ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন করের দাবী ও বকেয়ার সুদ উভয়েই টাকার ভগ্নাংশ থাকিলে তাহা পরবর্তী পূর্ণ টাকায় নির্ধারণ ও হিসাব করিয়া আদায় করিতে হইবে।

ধারা ১১। অব্যাহতি :

সরকার বা এ উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা লিখিত আদেশ দ্বারা উহাতে বর্ণিত হওয়া সাপেক্ষে কোন কবরস্থান, শ্মশান, জামে মসজিদ, সার্বজনীন মন্দির বা সর্বসাধারণের প্রার্থনার স্থানসমূহের ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ করিতে পারিবেন। তবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোত্রীয়, দলীয় ও সম্প্রদায়ভিত্তিক উপাসনালয় বা সমাধিক্ষেত্র এবং দান ও দর্শণীর অর্থে স্বচ্ছলভাবে পরিচালিত বা সহায়ক বাণিজ্যিক কার্যক্রম দ্বারা পরিচালিত উপাসনালয় বা সমাধিক্ষেত্রের ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ করা যাইবে না।

ধারা ১২। ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ :

ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা বৎসর শুরুর হওয়ার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব এলাকা পরিদর্শন করিয়া জমির ব্যবহারের প্রকৃতি পরিবর্তন হইলে তা বিবেচনায় আনিয়া তাহার আওতাধীন সকল মৌজার জমাবন্দীভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করিয়া তালিকা প্রণয়ন করিবেন এবং তাহা উপজেলা ভূমি কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিয়া অনুমোদন গ্রহণান্তে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য প্রকাশ ও প্রচার করিবেন।

ধারা ১৩। বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায় পদ্ধতি :

(১) আনাদায়ী বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর ভূমি মালিক স্বপ্রনোদিত হইয়া আদায় না করিলে তাহা সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ মোতাবেক সার্টিফিকেট মামলা রুজু করিয়া আদায় করা যাইবে।

(২) ভূমি উন্নয়ন করের দাবী তামাদি হইবে না।

ধারা ১৪। আবেদন ও আপত্তি :

ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণী তালিকা প্রকাশের পরে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে ১৫দিনের মধ্যে উপজেলা ভূমি কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত কোর্টফি সহ লিখিত আবেদনমূলে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া যেকোন সময় যেকোন ভূমি মালিক তাহার জমি সরেজমিনে মাপজোক করিয়া ব্যবহারের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর পুনর্নির্ধারণের আবশ্যিকতা অনুভব করিলে সার্ভেয়ার দ্বারা জমি পরিমাপের নিমিত্তে নির্ধারিত ফি সহযোগে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে এতদসংক্রান্ত কোন আপত্তি বা আবেদন পাওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে তাহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

ধারা ১৫। আপীল :

সহকারী কমিশনার (ভূমি)এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা গোষ্ঠি ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)এর নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩০দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এবং বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৬০দিনের মধ্যে ভূমি আপীল বোর্ডে আপীল দায়ের করা যাইবে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও বিভাগীয় কমিশনারের নিকট দায়েরকৃত আপীল ৪৫দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও বিভাগীয় কমিশনারের নিকট দায়েরকৃত আপীল কেস ৪৫দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি না হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা গোষ্ঠি কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই উপরস্থ কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। ভূমি আপীল বোর্ডের নিকট দায়েরকৃত আপীল যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। এক্ষেত্রে ভূমি আপীল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

ধারা ১৬। দেওয়ানী আদালতের কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতা :

ভূমি কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে শ্রেণীবিন্যাস বা ধার্যকৃত ভূমি উন্নয়ন কর বা এই আইনের অধীনে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা দায়েরকৃত আপীলে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ রদ রহিত বা সংশোধনের জন্য কোন দেওয়ানী আদালতে কোন মামলা বা কার্যক্রম চলিবে না।

ধারা ১৭। মওকুফ দাখিলা :

ধারা ৩ এর (২) উপধারায় বর্ণিত ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফপ্রাপ্ত কৃষি জমির মালিকগণের জমি জমার অব্যাহত ভোগদখলের প্রমাণপত্র রাখার স্বার্থে এইরূপ ভূমি মালিকের প্রত্যেকের নিকট হইতে প্রতি জমাবন্দীতে প্রতি বৎসর নির্ধারিত হারে ফি আদায় করা যাইবে। উক্তরূপ মওকুফ দাখিলা গ্রহণ ভূমি মালিকের স্বেচ্ছাধীন এবং তজ্জন্য ইহার বকেয়ার ক্ষেত্রে কোন সুদ আদায় করা যাইবে না। সরকার দাখিলা ছাপানো ও সরবরাহের খরচ বিবেচনা করিয়া প্রজ্ঞাপনমূলে উক্তরূপ মওকুফ দাখিলা প্রদান ফির হার নির্ধারণ বা হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

ধারা ১৭। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা :

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

ধারা ১৮। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যের রক্ষণ :

এই আইন বা তদাধীন প্রণীত বিধি, প্রজ্ঞাপন বা আদেশের অধীন দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর নামে কোন মামলা দায়ের বা অভিযোগ পেশ বা অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

ধারা ১৯। রহিতকরণ ও হেফাজত :

(১) এই আইন কার্যকরী হইবার সাথে সাথে ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালে ৪২নং অধ্যাদেশ) রহিত বলিয়া গণ্য হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ স্বত্বেও উক্ত রহিত অধ্যাদেশ বা তদাধীন প্রণীত বিধিবিধান, প্রজ্ঞাপন ও আদেশের অধীন কৃত বা সম্পাদিত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীনে কৃত, সম্পাদিত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত কৃত সম্পাদিত ও গৃহীত ব্যবস্থা যতটুকু এই আইনের সাথে সাংঘর্ষিক নহে ততটুকু কার্যকর থাকিবে।
